৩৫

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 31 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

আজকের কাগজ

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তোঘলকী কারবার

স্বাধীন বাংলাদেশে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট যেহেতু বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে প্রণীত হয়েছিলো সে জন্য পরবর্তী প্রতিটি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ঐ কমিশনের সুপারিশসমূহ অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়ালখুশী অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন। এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো জেনারেল জিয়ার শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফরকে দিয়ে, তিনি বিরাট হৈ চৈ করে সেমিনার করে কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট বাতিল করে বলতে গেলে নিজের নামে এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলেন। জেনারেল এরশাদের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান প্রাথমিক পর্যায়ে আরবি বাধ্যতামূলক করে মৌলবাদীদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে বেগম খালেদা জিয়ার শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারের আমলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে উভয়ই বদলে দেয়ার যে সব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তাতে তিনি তার পূর্বসূরী শিক্ষামন্ত্রিদের অনেক ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ব্যারিস্টার শিক্ষামন্ত্রী যে কেবল স্নাতক পর্যায়ের সব বিষয়ে ইংরেজি ভাষার পঠন পাঠন আবশ্যিক বা নতুন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী তৈরি করিয়েছেন তা নয় পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও রীতিমতো বৈপ্লবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। যার ফলও হাতে হাতে টের পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার যে নতুন নিয়ম চালু ও সংশোধন করা হয়েছে তাতে দেশের লক্ষ লক্ষ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রী গিনিপিগের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যারিস্টার সরকার তার শিক্ষা মন্ত্রিত্বের চার বছরের ওপর সময় ধরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন তার জের ও প্রতিক্রিয়া চলবে বহুদিন, যখন সরকার সাহেব শিক্ষামন্ত্রী থাকবেন না তখনও তার চালু শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে স্মরণ করতে বাধ্য করবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, প্রশ্ন ব্যাংক চালু ও বাতিল প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের দিকে দিকে আগুন জ্বলছে, ভাঙচুর হচ্ছে, হাইওয়ে অবরোধ হচ্ছে, গ্রেফতার চলছে, এই অশান্তি ও নৈরাজ্য আরও বৃদ্ধি পাবে যখন ইংরেজিতে পাস না করলে অনার্স ডিগ্রি আটকে থাকবে। মোট কথা বিএনপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের নামে যা করে দিয়ে গেলেন সে বোঝা তার উত্তরসূরীদের বহন করতে হবে।

প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ খুললেই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে স্কুল ছাত্রদের বিক্ষোভ, ভাঙচুর, অবরোধ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি সংবাদ চোখে পড়ে। এখন আবার ঐ আন্দোলনরত স্কুলের ছাত্রদের হাজতে নেয়া হচ্ছে, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারের নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্রদের পরীক্ষার হল থেকে বের করে পুলিশের থানা হাজতে প্রেরণ করছে। ব্যারিস্টার সরকারের শিক্ষানীতির এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে? কিন্তু ইতিহাস থেকে নজির উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার ও তার দলীয় বিএনপি সরকার আগুন নিয়ে খেলা করছে। জেনারেল আইয়ুব খানের আমলে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনার্স পর্যন্ত ইংরেজি বাধ্যতামূলক এবং 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য করার প্রতিবাদে যেমন আগুন জ্বলেছিলো, আশংকা করি ব্যারিস্টার সরকারের নতুন পরীক্ষা, ভাষা ও পাঠ্যনীতির প্রতিক্রিয়াও অনুরূপ হবে। তবে তখন হয়তো আর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন না। তার জ্বালানো আগুন হয়তো তার কোনো উত্তরসূরীকে নেভাতে হবে। ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি আমাদের শুধু এই আবেদন যে, দেশের বর্তমান প্রজন্ম আমাদের সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যত ও জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অবিলম্বে বন্ধ করুন অন্যথা আপনাদের জ্বালানো আগুনে আপনারাই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবেন।